নাম: মো: আবুল বাশার আদম

জন্ম তারিখ: ১০ জুন, ২০০৬

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : শিক্ষার্থী,
শাহাদাতের স্থান : প্রতাপনগর বাজার,আশাশুনি

শহীদের জীবনী

শহীদ আবুল বাশার আদম
ক্রমিক : ৪৩২
আইডি : খুলনা বিভাগ ০৪৮
শহীদ পরিচিতি
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শহীদ আবুল বাশার আদম।তিনি সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার কল্যাণপুর গ্রামে দিনমুজুর পিতা নূর হাকিম ঘরামি (৬৫) এবং গৃহিনী মাতা শাহানারার (৫৫) ঘরে ১০ জুন ২০০৬ জন্মগ্রহণ করেন।এপিএস ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ছিলেন শহীদ আবুল বাশার আদম।৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় অর্জিত হলে সারাদেশের মতো বিজয় মিছিল বের হয় সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজারেও।সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা আনন্দ মিছিল লক্ষ করে গুলি চালালে অনেক আহতের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আবুল বাশার আদম।
ব্যক্তিগত জীবন
এপিএস ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন শহীদ আবুল বাশার আদম।দিন মুজুর পিতা নূর হাকিম ঘরামির সংসার চলতে চায় না।তিন ছেলে ও এক মেয়ের বড় সংসার চলে অতিকষ্টে।তাছাড়া সবাই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে।শহীদ আবুল বাশারের এক ভাই মো. চঞ্চল হোসেন পড়াশোনা করছেন প্রতাপনগর কলেজের একাদশ শ্রেণীতে এবং বিল্লাল হোসেন ও বোন সুফিয়া খাতুন যথাক্রমে দশম এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র।
যেভাবে শহীদ হন আবুল বাশার আদম
বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা সাতক্ষীরার প্রতাপনগর বাজার।৫ আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার বিজয়ের খবর সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগে।বিকেল ৪টা। তৎক্ষণাৎ বের হয় বিজয়।মিছিলটি পৌঁছায় সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজারে।বাজারে আরো লোকজন যোগ দেয় মিছিলে।হাজার হাজার জনতা। বাজার থেকে মিছিলটি অগ্রসর হলে প্রতাপনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।এতে অনেকে আহত হন।গুলিবিদ্ধ হন শহীদ আবুল বাশার আদমও।হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আবুল বাশার অদমের পিতার অশ্রুসিক্ত কথা
আবুল বাশার অদম নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী, একই সাথে সাহসী এবং স্নেহশীল ছিল।তার কথায় গুরুতর এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রকাশ পেতো তার যা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে।সেই প্রফুল্ল মুখ কেউ ভুলতে পারবেনা যা তাকে পরিচিত এবং সকলের মধ্যে প্রিয় করে তুলেছে।সে তার ভাইদের সাথে তার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল ।তাকে কোনো কাজ দিলে সেই কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের সঠিকতার প্রতি আগ্রহী ছিল এবং কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতো।আমার আবুল বাশার আমার কলিজা, আমার জীবন তাকে ছাড়া আমি এখন কিভাবে বাচবো এত ভালো সন্তান আমি হারিয়ে ফেললাম! তবে আমার সন্তান হারানোর পরেও আমি খুশি এই কারণে যে দীর্ঘ ১৬ বছর পর বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে।পৃথিবীর ইতিহাসে আমার ছেলে শহীদ হিসেবে অমর হয়ে থাকবে।কিন্তু শেখ হাসিনাকে মানুষ সন্ত্রাসী গণহত্যাকারী হিসাবেই জানবে।আমি আমার কলিজার টুকরা আবুল বাসার আদম হত্যার বিচার চাই।বর্তমান সরকার যেন সর্বপ্রথম আমার ছেলেসহ সারাদেশের কোমল প্রাণ ছাত্রদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার করে।
শহীদ সম্পর্কে তার ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া
শহীদ আবুল বাশার আদমের ছোট ভাই চঞ্চল হোসেন বলেন, “সুযোগ পেলেই সে ফুটবল নিয়ে মাঠে দৌঁড়ে যেত।স্কুলের হয়ে, কলেজের হয়ে, গ্রামের হয়ে সে ফুটবল খেলতে যেত।খেলায় জিতলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না।সংসারের অভাব-অনটন, আব্বার বকাঝকাও তাকে একটুকু বিচলিত করত না।একটু একরোখা ছিল।শুরু থেকেই সে আন্দোলনের সাথে ছিল।কিন্তু মিছিল শেষে তার এই পরিণতি হবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।ভাইকে তো আমরা আর ফিরে পাবো না।তবে আমরা ঐ খুনিদের বিচার চাই।আব্বা-মা খুবই ভেঙে পড়েছেন।
পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা
শহীদ আবুল বাশার আদমের পিতা নূর হাকিম ঘরামি পেশা একজন দিনমুজুর।তাদের নিজস্ব কোনো জমিজমা নেই।কিন্তু সংসারের সদস্য ছিলেন ছয়জন। এখন পাঁচজন।অথচ সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদের পিতা নূর হাকিম ঘরামি।তাছাড়া শহীদের মাতাও দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ।তিনি সংসারের কোনো কাজে সহায়তা করতে পারেন না।তাছাড়া নূর হাকিম ঘরামির ছেলে-মেয়েরা সবাই স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছেন।সংসার খরচ এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খান শহীদের পিতা নূর হাকিম ঘরামি।
একনজরে শহীদের পরিচয়
নাম : শহীদ আবুল বাশার আদম
পিতা : নূর হাকিম ঘরামি

মাতা : শাহানারা
পেশা : শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স : ১০ জুন ২০০৬
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ : ৫ আগস্ট
শাহাদাৎ বরণের স্থান : আশাশুনি থানার প্রতাপনগর বাজার
দাফনের স্থান : নিজ গ্রাম কল্যাণপুর
স্থায়ী ঠিকানা : কল্যাণপুর, প্রতাপ নগর, আশুশুনি, সাতক্ষিরা
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ : দুই ভাই ও এক বোন

পরামর্শ
১।শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২।একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া
৩।শহীদের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা